রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৯ সনের ৩২ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ৮, ২০১৯

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৯১—৪০৯
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৮৬৫—৮৯১
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৯৩—২০৩
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৬৮৫—২৭৩৫
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) .....সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) .....বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) .....বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) .....কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) .....তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) .....তারিখে সমাপ্ত বাৎসরিক মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত বাৎসরিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

শৃঙ্খলা-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৯ আষাঢ় ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২৩ জুন ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০৩.১৬ (বিমা)-২৭৯—যেহেতু, জনাব এস. এম জাহাঙ্গীর হোসেন (পরিচিতি নং-১৫৮৩৮), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বারহাট্টা, নেত্রকোণা বর্তমানে সিনিয়র সহকারী সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বারহাট্টা উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে কর্মরত থাকাকালে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনকালে প্রকাশিত গেজেট অনুযায়ী প্রত্যর্পণযোগ্য 'ক' তফসিলভুক্ত সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট ভি.পি সহকারীর যাচাই ব্যতিরেকেই বিধি বহির্ভূতভাবে নামজারি ও জমাখারিজ করে খতিয়ান পর্চায় স্বাক্ষরপূর্বক ডি.সি.আর প্রদান করা, স্বীয় কর্মস্থল হতে অবমুক্তির পূর্বে ভি.পি সহকারী কর্তৃক যাচাই বাছাই ব্যতীত ৩৮ (আটত্রিশ)টি নামজারি ও জমাখারিজ মোকদ্দমা নথির অনুমোদন করা, হঠকারিতার আশ্রয় নিয়ে কারণ দর্শানোর জবাবের সহিত নামজারি ও জমাখারিজ মোকদ্দমা বাতিলের আদেশের ফটোকপি প্রেরণ করার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ (Misconduct)" এবং "দুর্নীতিপরায়ণ (Corrupt)"-এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে এ মন্ত্রণালয়ের গত ১০-১০-২০১৬ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০৩.১৬(বিমা)-৫৩৯ নম্বর স্মারকমূলে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তা জানতে চাওয়া হয়;

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর আলোকে গত ৩০-১০-২০১৬ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে গত ২৯-১১-২০১৬ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। উভয় পক্ষের বক্তব্য, অভিযুক্তের জবাব, বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট নথি ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা প্রকাশিত গেজেট অনুযায়ী প্রত্যর্পণযোগ্য 'ক' তফসিলভুক্ত সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট ভি.পি সহকারীর যাচাই বাছাই ব্যতিরেকেই বিধি বহির্ভূতভাবে নামজারি ও জমাখারিজ করে খতিয়ান পর্চায় স্বাক্ষরপূর্বক ডি.সি.আর প্রদান করা , স্বীয় কর্মস্থল হতে অবমুক্তির পূর্বে ভি.পি সহকারী কর্তৃক যাচাই বাছাই ব্যতীত ৩৮ (আটত্রিশ)টি নামজারি ও জমাখারিজ মোকদ্দমা নথির অনুমোদন করা, হঠকারিতার আশ্রয় নিয়ে কারণ দর্শানোর জবাবের সহিত নামজারি ও জমাখারিজ মোকদ্দমা বাতিলের আদেশের ফটোকপি প্রেরণ করার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" পর্যায়ভুক্ত অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনা করে এ মন্ত্রণালয়ের ৩০-১১-২০১৬ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০৩.১৬(বিমা)-৬২০ নং প্রজ্ঞাপনমূলে একই বিধিমালার ৪(২)(বি) বিধি অনুযায়ী তার ০২ (দুই)টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী ২ (দুই) বছরের জন্য স্থগিত রাখার লঘুদণ্ড প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত লঘুদণ্ডাদেশ মওকুফের নিমিত্ত মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে আপিল করলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় হয়ে ২(দুই)টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী ২(দুই) বছরের জন্য স্থগিত রাখার দণ্ড হ্রাস করে ১টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী ১(এক) বছরের জন্য স্থগিত করার লঘুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। তদপরিপ্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয়ের ৩০-১১-২০১৬ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০৩.১৬(বিমা)-৬২০ নং প্রজ্ঞাপনমূলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(২)(বি) অনুযায়ী তাঁর ০২ (দুই)টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী ২ (দুই) বছরের জন্য স্থগিত রাখার লঘুদণ্ডের পরিবর্তে তাঁর ১টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী ১(এক) বছরের জন্য স্থগিত করার দণ্ড এ মন্ত্রণালয়ের ২৮-০৮-২০১৭ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০৩.১৬(বিমা)-৪৩৩ নং প্রজ্ঞাপনমূলে প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত লঘুদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত এ.টি. মামলা নং-২৭৩/২০১৭ (পুরাতন), ১৮১/২০১৭(নতুন) নং মামলা দায়ের করলে ১৫-০৫-২০১৮ তারিখে উক্ত এ.টি. মামলায় আদেশ হয় যে, "অত্র মামলাটি প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে দোতরফাসূত্রে বিনা খরচে মঞ্জুর করা হইল। এতদ্বারা গত ৩০-১১-২০১৬ এবং ২৮-০৮-২০১৭ খ্রি. তারিখের তর্কিত আদেশ দুইটি বেআইনী ও স্বাভাবিক ন্যায় বিচার পরিপন্থি মর্মে ঘোষণা করতঃ আদেশ দুইটি রদ ও রহিত করা হইল এবং প্রার্থীকে বিধি সম্মতভাবে প্রাপ্য সকল বকেয়া বেতন-ভাতাদি ও চাকুরী সুবিধাদি প্রদান করার জন্য প্রতিপক্ষগণকে নির্দেশ প্রদান করা হইল"। উক্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষে প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল, ঢাকায় এএটি নং ১৬৮/২০১৮ মামলা দায়ের করলে গত ১৭-০২-২০১৯ তারিখে রায় ও আদেশ হয় যে "অত্র আপীলটি রেসপনডেন্টের বিরুদ্ধে দোতরফা সূত্রে শুনানী অন্তে নামঞ্জুর হল। ঢাকার প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-৩ কর্তৃক এ.টি. মামলা নং-১৮১/২০১৭ (নতুন), ২৭৩/২০১৭ (পুরাতন) মঞ্জুর করে ১৫-০৫-২০১৮ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশ বহাল রইল"। হাইকোর্ট বিভাগে লিভ টু আপীল দায়ের করে রায় সরকারের পক্ষে আসার সম্ভাবনা ক্ষীণ বিধায় আপীল দায়ের না করে উক্ত রায় ও আদেশ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইন অনুবিভাগ হতে অনুরোধ করা হয়;

সেহেতু, বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের এ.টি নং-২৭৩/২০১৭ (পুরাতন), ১৮১/২০১৭ (নতুন) মামলায় ১৫-০৫-২০১৮ তারিখের এবং বিজ্ঞ প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালের এ.এ.টি নং-১৬৮/২০১৮ মামলায় ১৭-০২-২০১৯ তারিখের চূড়ান্ত রায় ও আদেশের ভিত্তিতে জনাব এস.এম জাহাঙ্গীর হোসেন (পরিচিতি নং-১৫৮৩৮), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বারহাট্টা, নেত্রকোণা বর্তমানে সিনিয়র সহকারী সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় ২৮-০৮-২০১৭ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০৩.১৬(বিমা)-৪৩৩ নং প্রজ্ঞাপনমূলে আরোপিত "১টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী ১(এক) বছরের জন্য স্থগিত করার দণ্ড" লঘুদণ্ড এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফয়েজ আহম্মদ
সচিব।

বিধি অনুবিভাগ
বিধি-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৯ আষাঢ় ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২৩ জুন ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৫.০০.০০০০.১৭৩.০৮.০০২.১২-১২৪—ALLOCATION OF BUSINESS AMONG THE DIFFERENT MINISTRIES AND DIVISIONS (Schedule I of the Rules of Business. 1996) (Revised up to April 2017) এর Ministry of Public Administratation অংশে ৩৭ নম্বর ক্রমিকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের চাহিদা মোতাবেক জাতীয় সংসদের ৪১ বগুড়া-৬ নির্বাচনি এলাকার নির্বাচন এবং হবিগঞ্জ পৌরসভার মেয়রের শূন্য পদে উপনির্বাচন উপলক্ষ্যে ভোট গ্রহণের দিন ২৪ জুন, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ সোমবার সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি অফিস/প্রতিষ্ঠান/সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সরকারি, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভোটাধিকার প্রয়োগ ও ভোট গ্রহণের সুবিধার্থে নির্বাচনকালীন (সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় যদি কোনো পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তাহলে পরীক্ষার কেন্দ্রসমূহ ও পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক/কর্মচারীগণ সাধারণ ছুটির আওতা বহির্ভূত থাকবে এ শর্তে) সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এস. এম. শাহীন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

রাজস্ব বোর্ড
[কাস্টমস]

আদেশ

তারিখ : ০৬ আষাঢ় ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২০ জুন ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় : **খালাসকৃত বা চোরাচালানের অভিযোগে আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যের নিষ্পত্তি পদ্ধতি।**

নং-৯৩/২০১৯/কাস্টমস—আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য অখালাসকৃত বা চোরাচালানের অভিযোগে আটককৃত এবং রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যের নিষ্পত্তি সংক্রান্ত ইত:পূর্বের সকল আদেশ বাতিলপূর্বক Customs Act, 1969 এর Section 219(B) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ আদেশ জারি করা হলো।

২। **সংজ্ঞা :** এই আদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে—

(ক) 'কমিশনার' অর্থ, 'Customs Act, 1969' এর Section 3 এর অধীন নিযুক্ত কমিশনার অব কাস্টমস ও মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ২০ অনুযায়ী নিযুক্ত কমিশনার, মূল্য সংযোজন কর;

(খ) 'কাস্টমস কর্মকর্তা' অর্থ, Customs Act, 1969 এর Section 3 এর অধীন নিযুক্ত কোনো কর্মকর্তা;

(গ) 'গুদাম কর্মকর্তা' অর্থ কমিশনার কর্তৃক কাস্টমস গুদামের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা;

(ঘ) 'পচনশীল পণ্য' অর্থ সকল প্রকার জীবন্ত পশু, পাখি, মাছ, মাছের পোনা, মালাস্কাস, ইস্ট, সকল প্রকার তাজা ফুল, ফল, উদ্ভিদ, খেজুর, তামাক (প্রক্রিয়াজাত নয়); তৈলবীজ, আলু বীজসহ সকল ধরনের বীজ, খাদ্যশস্য ও শস্য (টিনজাত ও মোড়কজাত বা সংরক্ষিত); ডাল, চিনি, লবণ, বিটলবণ, টেস্টিং সল্ট, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য (বিশেষভাবে সংরক্ষিত নয়), প্রক্রিয়াজাত মাংস, হাঁস-মুরগী ও পাখির ডিম, চকলেট, বিস্কুট, চানাচুর, আচার, শুটকি, ফ্রোজেন ও নোনা মাছ, চা-পাতা, কফি, সুপারি, নারিকেল, ঘি, বাটার অয়েল, ফুচকা, চিপস, সেমাই, গুড়, সকল ধরনের বাদাম, নুডুলস, সার, কাঁচা চামড়া, পান, মাশরুম, কাঁচা পিয়াজ, রসুন, মরিচ, আদা, হলুদ, কাঁচা শাকসবজি, তেঁতুল, তালমিসরী, সয়াবেড়ি ডি, কিসমিস, মেয়াদ উল্লেখ রয়েছে এমন সকল ধরনের খাদ্যদ্রব্য, ঔষধের কাঁচামাল এবং সামগ্রিক বিবেচনায় গুণগত মান দ্রুত হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এমন পণ্য;

(ঙ) 'ধ্বংস' অর্থ, এই আদেশে বর্ণিত পদ্ধতিতে নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য ধ্বংস;

(চ) 'নিলাম' অর্থ, এই আদেশে বর্ণিত গোপনীয়, প্রকাশ্য, তাৎক্ষণিক এবং ই-নিলাম (E-Auction) পদ্ধতি ব্যবহারপূর্বক পণ্যের নিষ্পত্তি;

(ছ) 'নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ' অর্থ অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার/ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস (নিলাম) বা কমিশনার কর্তৃক নিলাম সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মনোনীত এক বা একাধিক কর্মকর্তা;

(জ) 'নিলামকারী (Auctioneer)' অর্থ নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষকে নিলাম পরিচালনার কাজে সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কমিশনার কর্তৃক চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠান অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এ স্থায়ী আদেশের অনুচ্ছেদ ২ এর উপানুচ্ছেদ (ছ) তে বর্ণিত নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ;

(চ) 'নিষ্পত্তি' অর্থ এই আদেশে বর্ণিত নিলাম, ধ্বংস বা অন্যবিধ উপায়ে নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্যের নিষ্পত্তি;

(ঞ) 'নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য' অর্থ 'Customs Act, 1969' এর Section 156(1) এর টেবিলের কলাম (২) এ বর্ণিত শাস্তির বিধানমতে আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত পণ্য এবং Section-15 ও Section-16 এবং সেই সঙ্গে পঠিতব্য Import Export (Control) Act, 1950 এর Section 3(1), Foreign Exchange (Regulation) Act, 1947 এর Section 8 এর Sub-Section (1), (2) এবং Special Power Act, 1947 এর সংশ্লিষ্ট ধারা লঙ্ঘনের কারণে আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত পণ্য, আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য পণ্য বা 'Customs Act, 1969' এর সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত সময় এবং উক্ত সময়ের পর কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অতিরিক্ত সময়েও খালাস না নেওয়ার কারণে নিলামযোগ্য এমন পণ্যও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

(ট) 'বন্দর কর্তৃপক্ষ' অর্থ আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সমুদ্রবন্দর, নৌবন্দর, স্থলবন্দর, বিমানবন্দর এবং একই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত অনুরূপ কোন বন্দর কর্তৃপক্ষ।

৩। **আটককৃত বা নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য গ্রহণ পদ্ধতি :**

(ক) সংশ্লিষ্ট গুদাম কর্মকর্তা কাস্টমস কর্তৃপক্ষসহ চোরাচালান নিরোধ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক চোরাচালানের অভিযোগে আটককৃত পণ্য অফিস চলাকালীন কাস্টমস গুদামে জমা গ্রহণ করবেন। তবে, পচনশীল পণ্য অফিস সময়ের পরও গ্রহণ করা যাবে।

(খ) আটককৃত পণ্য জমা প্রদানের সময় আটককারী সংস্থা কর্তৃক ৩ (তিন) প্রস্থ আটক প্রতিবেদন গুদাম কর্মকর্তার নিকট দাখিল করতে হবে। গুদাম কর্মকর্তা পণ্যের বাস্তব অবস্থা/বর্ণনা (মডেল, ব্রান্ড, আর্ট/পার্ট নম্বরসহ), পরিমাণ, মেয়াদ, আনুমানিক মূল্য ইত্যাদি গুদাম রেজিস্টারে (জি.আর) লিপিবদ্ধ করে আটক প্রতিবেদনে জি আর নাম্বার ও তারিখ উল্লেখ করবেন এবং স্বাক্ষর ও নামীয় সিল প্রদান করবেন। উক্ত স্বাক্ষরিত আটক প্রতিবেদনের প্রথম কপি পণ্য জমাদানকারী কর্তৃপক্ষকে প্রদান করবেন, দ্বিতীয় কপি সংশ্লিষ্ট ন্যায়-নির্ণয়নকারী কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করবেন এবং তৃতীয় কপি নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে।

(গ) আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য এবং 'Customs Act, 1969' এ নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত অখালাসকৃত নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কাস্টমস গুদামে অথবা কাস্টমস বন্ডেড নিলাম গুদামে স্থানান্তর করতে হবে।

৪। **আটককৃত বা নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি :**

(ক) মূল্যবান ধাতু (স্বর্ণ, রৌপ্য, প্লাটিনাম ইত্যাদি) এবং বৈদেশিক মুদ্রা কাস্টমস গুদামে গৃহীত হওয়ার ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে নিকটস্থ বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা ট্রেজারি ব্যাংকে জমা প্রদান করতে হবে। উক্তরূপে জমা প্রদান সম্ভব না হলে যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে আইন ও বিধিগত আনুষ্ঠানিকতা পালন করে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্থানীয় শাখা বা প্রধান শাখায় জমা প্রদান করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা ট্রেজারি ব্যাংক শাখায় জমাদানের পূর্বে এ জাতীয় পণ্য যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষের মূল্যবান গুদামে সংরক্ষণ করতে হবে। তবে আটককারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মূল্যবান ধাতু কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট জমাদানের পূর্বে ধাতু যাচাইকারী স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের সনদ/প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে।

(খ) অন্যান্য নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য নিষ্পত্তির ধরন (নিলাম, ধ্বংস বা অন্যবিধ) অনুসারে গুদামে সাজিয়ে রাখতে হবে যেন পরবর্তীতে শনাক্তকরণ বা পরিদর্শন কার্যক্রম গ্রহণ সহজ হয়।

৫। **আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক বা দাবীদারকে নোটিশ প্রদান :**

আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য পণ্য, 'Customs Act, 1969' এর সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে খালাস নেওয়া বা রপ্তানি করা না হলে উক্ত পণ্য নিলামের পূর্বে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক বা রপ্তানিকারককে পণ্য খালাস নেওয়ার বা রপ্তানি করার জন্য অথবা চোরাচালানের অভিযোগে আটক ও জমাকৃত পণ্যের দাবীদার থাকলে উক্ত দাবীদারকে তাঁর দাবী প্রতিষ্ঠার সুযোগ প্রদানের জন্য ১০ (দশ) কার্যদিবস সময় প্রদান করে নোটিশ জারি করতে হবে। সময়ক্ষেপণ এড়ানোর জন্য এ নোটিশ ডাক বা কুরিয়ার সার্ভিস ছাড়াও ইমেইল অথবা ফ্যাক্সযোগে প্রেরণ করা যাবে। সেক্ষেত্রে পত্রের কপি সিএন্ডএফ এজেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে প্রদান করা যাবে। আন-মেনিফেস্টেড পণ্যচালানের ক্ষেত্রে শিপিং এজেন্ট বা বাহক বরাবরে এবং পণ্যের মালিকের ঠিকানা জানা না থাকলে সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস বা কমিশনারেট বা কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তরের নোটিশ বোর্ডে নোটিশ টাঙাতে হবে। উক্ত নোটিশের কপি সংশ্লিষ্ট লিয়েন ব্যাংক (যদি থাকে) এবং সিএন্ডএফ এজেন্ট (যদি থাকে) প্রেরণ করতে হবে। তবে, পঁচনশীল পণ্যের ক্ষেত্রে উক্ত নোটিশ জারির বিধান শিথিলযোগ্য হবে।

৬। **নিলাম কমিটি :**

এডিশনাল কমিশনার বা জয়েন্ট কমিশনারকে আহ্বায়ক করে সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস অথবা কাস্টমস, এক্সইজ ও ভ্যাট কমিশনারেটের কমিশনার এক বা একাধিক নিলাম কমিটি গঠন করবেন। কমিটিতে নিলাম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এবং গুদাম কর্মকর্তা ছাড়াও অন্যান্য কাস্টমস কর্মকর্তাকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। অ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস (নিলাম) উক্ত কমিটির সদস্য সচিব হবেন। তবে এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার/ ডেপুটি কমিশনার (নিলাম) না থাকলে এতদউদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজস্ব কর্মকর্তা/সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা সদস্য সচিব হবেন।

৭। **নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য নিষ্পত্তি পদ্ধতি :**

(১) **নিলামের মাধ্যমে নিষ্পত্তি :**

(ক) **নিলামের যোগ্যতা :**

(i) উপ-অনুচ্ছেদ ৭(২) ও ৭(৩) তে বর্ণিত নিলাম ব্যতীত অন্য উপায়ে নিষ্পত্তি এবং ধ্বংসের মাধ্যমে নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য ব্যতীত আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য চোরাচালানের অভিযোগে আটককৃত বা বাজেয়াপ্তকৃত সকল পণ্য নিলামে বিক্রি করা যাবে। তবে বৈদেশিক মিশন বা কূটনীতিক কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্য নিলামের পূর্বে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

(ii) আমদানি নিষিদ্ধ ও শর্তসাপেক্ষে আমদানিযোগ্য পণ্য (শিল্পের কাঁচামালসহ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতি নিয়ে নিলামে বিক্রি করা যাবে।

(iii) অবাধে আমদানিযোগ্য শাড়ী, থ্রিপিস, কম্বল, লুঙ্গিসহ অন্যান্য পরিধেয় বস্ত্রাদি প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণভাণ্ডারে গৃহীত না হলে তা নিলামে বিক্রি করা যাবে।

(iv) অখালাসকৃত, আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত চিনি ও লবণ টিসিবি কর্তৃক গৃহীত না হলে তা নিলামে বিক্রি করা যাবে।

(v) অখালাসকৃত, আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত সকল প্রকার সুতা তাঁত বোর্ড কর্তৃক বরাদ্দপ্রাপ্ত সমিতি বর্ণিত সময়ের মধ্যে উত্তোলনে ব্যর্থ হলে তা নিলামে বিক্রি করা যাবে।

(vi) নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য আদালতে বিচারাধীন থাকলে 'Customs Act, 1969' এর Section 156 এর Sub-section (3) ও Sub-section (4) এর বিধান অনুযায়ী নিলামে বিক্রি করা যাবে।

(খ) **নিলাম পদ্ধতি :**

(অ) **পচনশীল পণ্যের ক্ষেত্রে :** নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য পচনশীল পণ্য হলে তা দ্রুত নিলামের উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য নিলামের আয়োজন করতে হবে। এক্ষত্রে পণ্য গ্রহণের পরপরই প্রকাশ্য নিলামের সময় নির্ধারণ করে কমপক্ষে ২ (দুই) কিলোমিটার পর্যন্ত চতুর্দিকে পর্যাপ্ত মাইকিং করতে হবে। নিলামযোগ্য পণ্যের বাজারমূল্য বিচেনাপূর্বক নিলাম কমিটি পণ্যের আনুমানিক মূল্যের কমপক্ষে ১০% মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ অগ্রিম জামানত হিসেবে নির্ধারণ করবেন যা জামানত হিসেবে নগদে/ পে-অর্ডার বা অন্য কোনো মাধ্যমে নিলাম কর্তৃপক্ষের নিকট জমা রাখতে হবে। নিলাম কার্যক্রম শেষে উক্ত জামানত ফেরত বা সমন্বয়যোগ্য হবে। প্রকাশ্য নিলামে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ মূল্যে সংশ্লিষ্ট নিলামের পণ্য বিক্রি করতে হবে।

(আ) **অপচনশীল পণ্যের ক্ষেত্রে :** অপচনশীল পণ্যের নিলামের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ধাপসমূহ অনুসরণ করে গোপনীয় (E-Auction সহ) নিলাম পদ্ধতিতে নিলাম সম্পন্ন করতে হবে—

(i) **নিলামযোগ্য পণ্যের তালিকা ও লট প্রস্তুতকরণ :** আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য পণ্যচালান 'Customs Act, 1969' দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খালাস নেওয়া বা রপ্তানি সম্পন্ন করা না হলে মেয়াদ শেষ হওয়ার ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে বন্দর কর্তৃপক্ষ ঐ সমস্ত পণ্যচালান সংশ্লিষ্ট দলিলাদি ও তালিকা কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করবে। একইসাথে, 'Customs Act, 1969' দ্বারা নির্ধারিত সময় (২১/৩০ দিন যে ক্ষেত্রে যেরুপ প্রযোজ্য) অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথেই ASYCUDA World System এ সংশ্লিষ্ট বিল অব লেডিং, এয়ারওয়ে বিল, ট্রাক রিসিপ্ট/রেলওয়ে রিসিপ্ট, এবং বিল অব এন্ট্রি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং আইজিএম স্বয়ংক্রীয়ভাবে Blocked/Flagged হয়ে যাবে । এভাবে ASYCUDA World System এ প্রয়োজনীয় সংযোজনী আনতে হবে এবং পরবর্তীতে ASYCUDA World System থেকে Blocked/Flagged বিল অব লেডিং, এয়ারওয়ে বিল, ট্রাক রিসিপ্ট/রেলওয়ে রিসিপ্ট এবং বিল অব এন্ট্রি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এর তালিকা তৈরি করে নিলাম কমিটি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম শুরু করবে। অখালাসকৃত পণ্য চালানের তালিকা পাওয়ার পর তালিকায় উল্লিখিত পণ্যচালান খালাস নেওয়ার জন্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক বা রপ্তানিকারককে নোটিশ প্রদান করবেন। উক্ত নোটিশ প্রদান করার পরও নোটিশে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্যচালান খালাস না নিলে ঐ সকল পণ্য ১০০% কায়িক পরীক্ষণ সাপেক্ষে নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হবে। চোরাচালানের অভিযোগে পণ্যচালান আটকের ৩০ দিনের মধ্যে কোন দাবিদার না পাওয়া গেলে বা দাবীর বিষয়টি প্রমাণিত না হলে তা রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করতে হবে। বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যচালান নিলামের উদ্দেশ্যে লটভুক্ত করে প্রতিটি লটের বিপরীতে একটি নাম্বার প্রদান করতে হবে। প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে নিলামযোগ্য পণ্যের তালিকা ও লট প্রস্তুত করতে হবে। পূর্বের ৩ (তিন) টি নিলামে বিক্রি হয়নি এমন একাধিক লটের পণ্যচালান একত্র করে অথবা পূর্বে আয়োজিত একাধিক নিলামে বিক্রি হয়নি এমন লটকে বর্তমান লটের সাথে একত্র করে একটি মেগালট তৈরি করা যাবে।

(ii) **লটভুক্ত পণ্যের কায়িক পরীক্ষণ বা ইনভেন্ট্রি :** লটভুক্ত পণ্যের মূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যে এর গুণগত মান, পরিমাণ ইত্যাদি পরীক্ষা করে প্রতিবেদন প্রদানের জন্য নিলাম শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত রেভিনিউ অফিসার অথবা এতদউদ্দেশ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নিলাম শাখার অ্যাসিস্ট্যান্ট রেভিনিউ অফিসার এবং ক্ষেত্র বিশেষে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে উক্ত দপ্তরে কর্মরত অ্যাসিস্ট্যান্ট রেভিনিউ অফিসারদের সমন্বয়ে এক বা একাধিক ইনভেন্ট্রি টিম গঠন করবেন। উক্ত টিম কোন সময়ে পণ্যচালান পরীক্ষণ করবেন তা পরীক্ষণের পূর্বেই, প্রয়োজনে বন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে, বন্দর কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করবেন। বন্দর কর্তৃপক্ষ উক্ত সময়ে পণ্য পরীক্ষণের সামগ্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। উক্ত টিম বন্দরের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে প্রতিটি লটের পণ্য কায়িক পরীক্ষা করবেন এবং কায়িক পরীক্ষা প্রতিবেদনের সাথে পূর্বের কায়িক পরীক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত কায়িক পরীক্ষার প্রতিবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রতি-পরীক্ষা (Cross-Check) করবেন এবং ইনভেন্ট্রি টিমের সদস্য ও বন্দরের প্রতিনিধির স্বাক্ষর গ্রহণ করে রেভিনিউ অফিসার (নিলাম) অথবা এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপস্থাপন করবেন। কোন পরীক্ষণ প্রতিবেদন সন্দেহজনক হলে রেভিনিউ অফিসার (নিলাম) বা এতদ্উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কাস্টমস কর্মকর্তা, নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনাক্রমে পুনরায় পণ্যচালান পরীক্ষণ করতে পারবেন। চোরাচালানের অভিযোগে আটককৃত পণ্যের ক্ষেত্রে গুদামে জমাদানের সময় প্রস্তুতকৃত গুদাম রেজিস্টার (জি.আর) এর বর্ণনাই ইনভেন্ট্রি হিসেবে গণ্য হবে। এ জাতীয় পণ্য যেরূপ বর্ণনা ও পরিমাণে গ্রহণ করা হবে সেরূপ বর্ণনা ও পরিমাণ উল্লেখপূর্বক লটভুক্ত করতে হবে। তবে, পণ্য গ্রহণের পর কোন কারণে পণ্যের গুণগত মান হ্রাস পেয়েছে মর্মে গুদাম কর্মকর্তা লিখিতভাবে নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করলে উক্ত পণ্যচালান ইনভেন্ট্রি করা যাবে। ইনভেন্ট্রিতে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে পণ্যের সংরক্ষিত মূল্য নিরূপণ করতে হবে।

(iii) **ক্যাটালগ তৈরি :** ইনভেন্ট্রিকৃত লটের পণ্য নিলামে বিক্রির উদ্দেশ্যে কমিশনারের অনুমোদনক্রমে নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ নিলামের তারিখ ও সময় নির্ধারণ করবেন। উক্ত তারিখের পর্যাপ্ত সময় পূর্বে লটগুলোকে নিলামের ক্যাটালগভুক্ত করার জন্য লটের তালিকা নিলামকারীকে সরবরাহ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিলামকারী নির্ভুল ক্যাটালগ তৈরি করবেন। কোন লটের পণ্যের ক্ষেত্রে রাসায়নিক পরীক্ষণ বা আমদানি নীতি আদেশের কোন শর্ত পরিপালনের বিধান থাকলে তা ক্যাটালগে সংশ্লিষ্ট লটের বিপরীতে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। অনলাইনে নিলাম কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ই-অকশন সফটওয়্যার (E-Auction software) ব্যবহার করতে হবে। অনলাইন নিলাম পরিচালনার ক্ষেত্রে নিলামযোগ্য পণ্যের ছবি (সম্ভাব্য ক্ষেত্রে) ই-অকশন সফটওয়্যার (E-Auction software) এ Upload করতে হবে।

(iv) **দরদাতার যোগ্যতা :** দরদাতা প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, মূসক নিবন্ধন, হালনাগাদ টি আই এন সনদপত্র থাকতে হবে। তবে, ব্যক্তি শ্রেণির দরদাতার ক্ষেত্রে কেবল জাতীয় পরিচয়পত্রই গ্রহণযোগ্য হবে।

(v) **সংরক্ষিত মূল্য নির্ধারণ :** নিলামযোগ্য পণ্যচালানের সংরক্ষিত মূল্য নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্ট কমিশনার নিলাম কমিটির আহ্বায়কের নেতৃত্বে "সংরক্ষিত মূল্য নির্ধারণ কমিটি" নামে একটি কমিটি গঠন করবেন। নিলাম কমিটির একাধিক সদস্য ও শুল্কায়ন গ্রুপের দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজস্ব কর্মকর্তা অথবা এতদ্উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কাস্টমস কর্মকর্তা এর সদস্য হবেন। আমদানিকৃত পণ্যচালানের সংরক্ষিত মূল্যের মধ্যে কেবল পণ্যের শুল্কায়নযোগ্য মূল্য ও প্রযোজ্য শুল্ক-করাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। শুল্কায়নযোগ্য মূল্য নির্ধারণের সময় অবশ্যই পণ্যের গুণগত মান বিবেচনায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত অবচয় সুবিধা প্রদান করতে হবে। তবে শুল্ক-কর হিসাবের সময় এস.আর.ও. এর আওতায় রেয়াতি হারে প্রযোজ্য শুল্ক করাদি বিবেচনাযোগ্য হবে না। মেগালট সৃষ্টির সময় পূর্ববর্তী তিনটি নিলামে বিক্রি হয়নি এমন পণ্যের সংরক্ষিত মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে "সংরক্ষিত মূল্য নির্ধারণ কমিটি" এর একাধিক সদস্য কর্তৃক পণ্যগুলো সরেজমিনে দেখে এর গুণগত মান বিবেচনায় যথাযথ পরিমাণ অবচয় প্রদান করা যাবে; তবে এক্ষেত্রে পণ্যসমূহের রঙিন ছবি সংরক্ষণ করতে হবে। সংরক্ষিত মূল্য দরপত্র আহ্বানের সময়ই প্রকাশ করতে হবে।

(vi) **নিলাম অনুষ্ঠানের প্রচার** : নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ এর নির্দেশক্রমে নিলামকারী নিলাম অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ০৭ (সাত) কার্যদিবস পূর্বে ২ (দুই) টি জাতীয় দৈনিক এবং ১ (এক) টি স্থানীয় দৈনিকে নিলামের বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ব্যবস্থা করবেন। এছাড়া কাস্টমস স্টেশনের নিজস্ব ওয়েবসাইটেও (যদি থাকে) বিজ্ঞপ্তিটি প্রচার করতে হবে। বিজ্ঞপ্তিতে নিলাম অনুষ্ঠানের তারিখ, ক্যাটালগ প্রদানের তারিখ ও ক্যাটালগের মূল্য, পণ্য পরিদর্শনের তারিখ ও সময়, জামানতের পরিমাণ ইত্যাদি উল্লেখ থাকতে হবে। তবে, পণ্য পরিদর্শনের তারিখ নিলাম অনুষ্ঠানের তারিখের কমপক্ষে ২ (দুই) কার্যদিবস আগে হতে হবে। যথাসময়ে বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হওয়ার পর উক্ত বিজ্ঞপ্তির পেপার কাটিং নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ এর নিকট নিলামকারী উপস্থাপন করবেন।

(vii) **নিলামযোগ্য পণ্যের জামানতের পরিমাণ** : দরপত্রে দারদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত মূল্যের অন্যূন ১০% (দশ শতাংশ) দরপত্রের জামানত হিসেবে উল্লেখ করতে হবে এবং উক্ত জামানত দরপত্র দাখিলের সময় পে-অর্ডার বা অন্য কোন মাধ্যমে জমা দিতে হবে। নিলাম কার্যক্রম শেষে উক্ত জামানত ফেরত বা সমন্বয়যোগ্য হবে।

(viii) **নিলামযোগ্য পণ্য পরিদর্শনের ব্যবস্থা** : বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখ ও সময়ে নিলামকারী নিলাম শাখার অ্যাসিস্ট্যান্ট রেভিনিউ অফিসার ও বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধির সহযোগিতায় আগ্রহী ক্রেতাদের লটভুক্ত পণ্য পরিদর্শনের ব্যবস্থা করবেন।

(ix) **নিলাম অনুষ্ঠান** : নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ নিলাম অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন। অনলাইনে নিলাম কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রণীত ওয়েবসাইট (www.bangladeshcustoms.gov.bd) এ উল্লিখিত ই-অকশন সফটওয়্যার (E-Auction software) ব্যবহারপূর্বক অনলাইনে নিলাম কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। অনলাইনে নিলাম অনুষ্ঠানের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে নিলামে অংশগ্রহণকারীদের জামানতসহ দরপত্র দাখিলের জন্য সংশ্লিষ্ট কাস্টমস অফিস ছাড়াও নিকটস্থ একাধিক সরকারি অফিসে নিলাম বাক্স স্থাপন করতে হবে। অনলাইনে নিলাম অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বাক্স স্থাপনের আবশ্যকতা নেই। দরপত্র দাখিলের নির্ধারিত সময় শেষে দ্রুততর সময়ে নিলামকারী নিজ দায়িত্বে সকল নিলাম বাক্স সিলগালা করে নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ এর নিকট আনবেন। অতঃপর নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিলামে অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ব্যক্তিদের সামনে প্রতিটি বাক্স খুলতে হবে। প্রতিটি লটের বিপরীতে প্রাপ্ত দরমূল্য সাজিয়ে একটি শিট তৈরি করতে হবে। উক্ত শিটে উপস্থিত নিলাম অংশগ্রহণকারী, এতদ্‌উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তা এবং নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ স্বাক্ষর করবেন। আনলাইনে নিলাম পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রাপ্ত দরমূল্য শিটে নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ ও উপস্থিত নিলামে অংশগ্রহণকারীদের স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে।

(x) **নিলাম কমিটির সুপারিশ** : নিলাম কমিটি সংরক্ষিত মূল্য ও প্রাপ্ত দরমূল্য যাচাই করে নিলাম অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান বিষয়ে কমিশনারের নিকট সুপারিশ করবেন। প্রথম নিলামে কোন লটের বিপরীতে সংরক্ষিত মূল্যের কমপক্ষে ৬০% দরপত্র মূল্য পাওয়া গেলে উক্ত মূল্যে সংশ্লিষ্ট লটের পণ্য বিক্রয়ের সুপারিশ করা যাবে। প্রথম নিলামে ৬০% দরপত্র মূল্য পাওয়া না গেলে ৬০% এর নিচে উদ্ধৃত সর্বোচ্চ দরদাতাকে এবং পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্বোচ্চ দরদাতাকে কমপক্ষে ৬০% মূল্যে সংশ্লিষ্ট লটের পণ্য ক্রয়ের জন্য সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের সময়সীমা প্রদানপূর্বক নিলাম কমিটির আহ্বায়ক লিখিত অফার প্রদান করতে পারবেন। এক্ষেত্রে সংরক্ষিত মূল্যের ৬০% মূল্যের অফার পাওয়া গেলে উক্ত মূল্যে পণ্য বিক্রয়ের সুপারিশ করা যাবে। প্রথম নিলামে ৬০% দরপত্র মূল্য না পাওয়া গেলে তা দ্বিতীয় নিলামে তুলতে হবে। দ্বিতীয় নিলামে প্রথম নিলাম অপেক্ষা বেশি মূল্য পাওয়া গেলে উক্ত মূল্যে সংশ্লিষ্ট লটের পণ্য বিক্রয়ের সুপারিশ করা যাবে। এক্ষেত্রেও দ্বিতীয় নিলামে প্রথম নিলাম অপেক্ষা কম দর পাওয়া গেলে প্রথম নিলামের ন্যায় অফার প্রদান করে দ্বিতীয় নিলামে প্রথম নিলাম অপেক্ষা বেশি দর পাওয়া গেলে উক্ত মূল্যে পণ্য বিক্রির সুপারিশ করা যাবে। উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে প্রথম ও দ্বিতীয় নিলামে পণ্য বিক্রি না হলে তা তৃতীয় নিলামে তুলতে হবে। সেক্ষেত্রে তৃতীয় নিলামে যে মূল্য পাওয়া যাবে সেই মূল্যেই সংশ্লিষ্ট লটের পণ্য বিক্রয়ের সুপারিশ করা যাবে অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কমিটির বিবেচনায় যথাযথ বিবেচিত হলে মেগালট সৃষ্টির মাধ্যমে পরবর্তী নিলামে তোলার জন্য নিলাম কমিটি কর্তৃক সুপারিশ করা যাবে। কমিশনার নিলাম কমিটির সুপারিশ অনুমোদন করতে অথবা আইনানুগ অন্য কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারবেন। নিলামে বিক্রয়যোগ্য পণ্য খালাসের পূর্বে কোন রাসায়নিক পরীক্ষণ বা অন্য কোন শর্ত পরিপালন প্রয়োজন হলে সে সকল শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে পণ্য খালাসযোগ্য হবে মর্মে সুপারিশে উল্লেখ করতে হবে।

(xi) **বিক্রয় অনুমোদন** : নিলাম কমিটির সুপারিশ বিবেচনায় কমিশনার নিলাম-বিক্রয় অনুমোদন করবেন অথবা আইনানুগ ভিন্নতর কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারবেন। নিলাম অনুষ্ঠানের ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে বিক্রয় অনুমোদন সম্পন্ন করতে হবে। তবে যৌক্তিক কারণে উক্ত সময়ের মধ্যে নিলাম অনুমোদন সম্ভব না হলে কারণ উল্লেখপূর্বক কমিশনার উক্ত সময়সীমা আরও ০৫ (পাঁচ) কার্যদিবস বৃদ্ধি করতে পারবেন।

(xii) **অনুমোদিত লট অবহিতকরণ** : কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার সাথে সাথে বিক্রয় অনুমোদনপ্রাপ্ত লটসমূহের তালিকা সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস/কমিশনারেটের নোটিশ বোর্ডে টাঙাতে হবে। একই সাথে উক্ত তালিকা কাস্টম হাউস/কমিশনারেটের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। অনলাইনে নিলামের ক্ষেত্রে ই-মেইলের মাধ্যমে নিলাম বিজয়ীকে জানাতে হবে।

(xiii) **নিলাম স্থগিতকরণ** : প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোন কারণে পণ্য পরিদর্শন সম্ভব না হলে কিংবা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা উচ্চ আদালতের সুনির্দিষ্ট নিষেধাজ্ঞা থাকলে নিলাম স্থগিত করা যাবে। নিলামের ক্যাটালগভুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক তার পণ্য খালাসের আবেদন করলে কমিশনার বা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ন্যায়-নির্ণয়ন সাপেক্ষে তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খালাসের অনুমতি প্রদান করবেন। তবে, সরকারি কোন দপ্তর হতে কোন অনাপত্তি বা No-Objection Certificate (NOC) সংগ্রহে অনিচ্ছাকৃত বিলম্ব হলে সেক্ষেত্রে কমিশনার বা সংশ্লিষ্ট ন্যায়নির্ণয়নকারী কর্তৃপক্ষ ন্যায় নির্ণয়ন ব্যতিরেকে পণ্যচালান খালাসের অনুমতি দিতে পারবেন। তবে, পণ্যচালান ক্যাটালগভুক্ত হলে আমদানিকারকের অনুকূলে খালাস প্রদান করা যাবে না।

(xiv) **অনুমোদিত লটের পণ্য হস্তান্তর :** অনুমোদিত লটসমূহের বিক্রয় অনুমোদন কাস্টম হাউস/কমিশনারেটের নোটিশ বোর্ডে অথবা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ হতে ১২ (বার) কার্যদিবসের মধ্যে নিলাম বিজয়ীকে মূল্য পরিশোধপূর্বক (প্রযোজ্য হারে অগ্রিম আয়কর ও অগ্রিম মূসকসহ) সংশ্লিষ্ট পণ্য খালাস গ্রহণ করতে হবে। উক্ত সময়ের জন্য নিলামে বিক্রিত পণ্যের ক্ষেত্রে কোন গুদাম ভাড়া আদায়যোগ্য হবে না। তবে কোন যুক্তিসংগত কারণে উক্ত সময়ের মধ্যে পণ্য খালাস গ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে নিলাম ক্রেতার আবেদনের (বিলম্বের কারণ উল্লেখসহ) পরিপ্রেক্ষিতে কমিশনার অতিরিক্ত ০৭ (সাত) দিন সময় বৃদ্ধি করতে পারবেন। তবে রাসায়নিক পরীক্ষণ বা অন্য কোন শর্ত পরিপালনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হলে নিলামক্রেতার আবেদন (যুক্তি উল্লেখসহ) বিবেচনায় কমিশনার অতিরিক্ত ২২ (বাইশ) কার্যদিবস সময় প্রদান করতে পারবেন। উক্ত বর্ধিত সময়ের জন্য নির্ধারিত হারে গুদাম ভাড়া আদায়যোগ্য হবে। কমিশনার কর্তৃক বর্ধিত সময়ের মধ্যেও নিলামক্রেতা পণ্য গ্রহণ না করলে বিক্রয় অনুমোদন বাতিল করে নিলামক্রেতার জামানত রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করতে হবে এবং উক্ত লটের পণ্য পুনরায় নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হবে।

(xv) **চার্জ পরিশোধ :**

(১) নিলামে প্রাপ্ত অর্থ 'Customs Act, 1969' এর Section-201 এর বিধান অনুসরণে বণ্টিত হবে;

(২) পণ্যের রক্ষণাবেক্ষণের চার্জ হিসেবে কন্টেইনারের মাধ্যমে আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য পণ্যের ক্ষেত্রে নিলামে ডাকমূল্যের সর্বোচ্চ ২০% এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ডাকমূল্যের সর্বোচ্চ ১৫% বন্দর কর্তৃপক্ষকে পরিশোধ করা যাবে;

(৩) কাস্টমস কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত হারে নিলামকারীকে কমিশন প্রদান করতে হবে।

(xvi) **নিলাম কার্যক্রম বিঘ্নিত করার শাস্তি :** কোন নিলামক্রেতা বা কোন ব্যক্তি নিলাম কার্যক্রমে কোন প্রকার বাধা প্রদান করলে বা নিলামে অংশগ্রহণকারী অন্য কোন নিলামক্রেতাকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করলে এবং তা প্রমাণিত হলে উক্ত নিলামক্রেতা বা ব্যক্তিকে কালো তালিকাভুক্ত করে কাস্টমসের সকল নিলামে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখতে হবে। এছাড়াও, ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নিলাম অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে নিলামকারীর কোন গাফিলতি পরিলক্ষিত হলে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করা যাবে।

(২) **নিলাম ব্যতীত অন্য উপায়ে নিষ্পত্তি :**

(ক) চোরাচালানের দায়ে আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত সূতী/সিনথেটিক/সিল্ক/কৃত্রিম আঁশের শাড়ী, থ্রিপিস, কম্বল, লুঙ্গিসহ অন্যান্য পরিধেয় বস্ত্রাদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণভান্ডারে জমা দিতে হবে।

(খ) অখালাসকৃত, আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত চিনি ও লবণ টিসিবির নিকট নির্ধারিত দাম ও পদ্ধতিতে বিক্রি করতে হবে।

(গ) অখালাসকৃত, আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত সকল প্রকার সুতার রিজার্ভ মূল্যসহ তালিকা তাঁত বোর্ডকে সরবরাহ করতে হবে। উক্ত সুতা তাঁত বোর্ড আগ্রহী নিবন্ধিত প্রাথমিক তাঁতী সমিতিসমূহের মধ্যে বরাদ্দ করবে। বরাদ্দপ্রাপ্ত সমিতি কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিজার্ভ মূল্যের (সংরক্ষিত মূল্য) ন্যূনতম ৬০% মূল্য প্রদানপূর্বক সুতা উত্তোলন করবে। তবে বরাদ্দপ্রাপ্ত সমিতি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুতা উত্তোলন না করলে; অথবা নির্ধারিত সময় অতিক্রান্তের ১৫ দিনের মধ্যে গ্রহণ না করলে উক্ত সুতা নিলামে বিক্রয়যোগ্য হবে।

(ঘ) অখালাসকৃত, আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত স্বর্ণ, রৌপ্য, মূল্যবান ধাতু, দেশি/বিদেশি মুদ্রা যথাযথ পদ্ধতিতে সাময়িকভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা সরকারি ট্রেজারিতে এবং আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে স্থায়ীভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দিতে হবে।

(ঙ) অখালাসকৃত, আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত বিস্ফোরক দ্রব্য, আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ যথাযথ পদ্ধতিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে অথবা সরকারি যথাযথ সংস্থাকে হস্তান্তর করতে হবে।

(চ) অখালাসকৃত, আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত মদ ও মদ্য জাতীয় পানীয় বাংলদেশ পর্যটন কর্পোরেশন অথবা কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বন্ড লাইসেন্সপ্রাপ্ত এবং মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অনুমতিপ্রাপ্ত কিংবা লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করতে হবে।

(ছ) অখালাসকৃত, আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত বিদেশি সিগারেট বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন; অথবা ডিপ্লোমেটিক বন্ড লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান এর নিকট উপযুক্ত কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করতে হবে।

(জ) আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত প্রত্নসম্পদাদি সংশ্লিষ্ট কমিশনারের অনুমোদনক্রমে জাতীয় যাদুঘর বা আঞ্চলিক যাদুঘর অথবা সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে হস্তান্তর করতে হবে।

(ঝ) অখালাসকৃত, আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত অন্যান্য পণ্য অথবা প্রাণির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কমিশনার সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে সমন্বয়পূর্বক পণ্য বা প্রাণি বিক্রয় অথবা বিনামূল্যে হস্তান্তরসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

(৩) **ধ্বংসের মাধ্যমে নিষ্পত্তি :**

(ক) **ধ্বংসযোগ্য পণ্য :** নিম্নলিখিত পণ্যসমূহ ধ্বংসের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে—

(i) অখালাসকৃত, আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত মদ ও মদ্য জাতীয় পানীয় বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন অথবা কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদসংক্রান্ত বণ্ড লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান অথবা মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করা সম্ভব না হলে;

(ii) আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত বিদেশি সিগারেট বাংলদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের নিকট বিক্রয় সম্ভব না হলে;

(iii) আমদানি নিষিদ্ধ, শর্তসাপেক্ষে আমদানিযোগ্য ও অবাধে আমদানিযোগ্য অখালাসকৃত, আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত পণ্য নিলাম বা অন্যবিধ উপায়ে নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হলো।

(খ) **ধ্বংস কমিটি :** দফা (ক) এ বর্ণিত ধ্বংসযোগ্য পণ্য ধ্বংসের জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হলো—

ক্রঃ নং	কর্মকর্তা	কমিটিতে অবস্থান
(১)	কাস্টম হাউস বা কমিশনারেট এর জয়েন্ট কমিশনার বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তা।	আহ্বায়ক
(২)	জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত সহকারী কমিশনার বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা।	সদস্য
(৩)	পুলিশ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত সহকারী পুলিশ সুপার/সমপদমর্যাদার বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা।	সদস্য
(৪)	সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষ/সিভিল এভিয়েশন/বাংলাদেশ বিমান কর্তৃক মনোনীত একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা।	সদস্য
(৫)	বিজিবি/কোস্ট গার্ড/পরিবেশ অধিদপ্তর/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।	সদস্য
(৬)	সিটি কর্পোরেশন/মিউনিসিপাল কর্পোরেশন কর্তৃক মনোনীত একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।	সদস্য
(৭)	অ্যাসিসটেন্ট কমিশনার/ডেপুটি কমিশনার (নিলাম)।	সদস্য-সচিব

তবে শর্ত থাকে যে, কমিটির আহ্বায়ক পরিস্থিতির প্রয়োজন মোতাবেক সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরের যথোপযুক্ত প্রতিনিধিকে কমিটিতে কো-অপ্ট করতে পারবেন।

(গ) **ধ্বংস পদ্ধতি :** সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস/কমিশনারেটের নিলাম শাখা অথবা নিলাম কমিটি ধ্বংসযোগ্য মালামালের একটি তালিকা প্রণয়ন করবে। তালিকায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পণ্যের বিবরণ, পরিমাণ, ব্যান্ড, মডেল, আর্ট নম্বর, পার্ট নম্বর, তৈরীসন, তৈরীদেশ, মূল্য ইত্যাদি তথ্যাদি উল্লেখ থাকতে হবে। তালিকা প্রণয়নকারী কর্মকর্তাগণ তালিকার প্রতিটি পাতায় নামীয় সিলসহ স্বাক্ষর করবেন এবং উক্ত তালিকাটি সংশ্লিষ্ট কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। অতঃপর ধ্বংস কমিটির আহ্বায়ক ধ্বংসযোগ্য পণ্য ধ্বংসের জন্য দিন-ক্ষণ নির্ধারণ করে নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) কার্যদিবস পূর্বে ধ্বংস কমিটির সকল সদস্যকে অবহিত করবেন। নির্ধারিত সময়ে ধ্বংসযোগ্য পণ্যের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রচলিত আইন/বিধি ও ধ্বংস পদ্ধতি অনুসরণ করে ধ্বংস কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। পণ্য ধ্বংসকালে কমিটির কোন সদস্য উপস্থিত না থাকলে কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতিতে ধ্বংস কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। পণ্য ধ্বংসের পর পণ্যের তালিকাটি ধ্বংস কমিটির উপস্থিত সদস্যগণ প্রতিস্বাক্ষর করবেন এবং ধ্বংস কমিটির কার্যক্রম সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কমিশনার বরাবর দালিখ করবেন।

৮। এই আদেশ মোতাবেক নিয়মিতভাবে নিলাম এবং ধ্বংস কার্যক্রম পরিচালনা করে এ সম্পর্কিত তথ্য প্রতি মাসের ১৫ (পনের) তারিখের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিলাম শাখায় প্রেরণ করতে হবে।

৯। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

খন্দকার মুহাম্মদ আমিনুর রহমান
সদস্য
কাস্টমস, নিরীক্ষা, আধুনিকায়ন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
(কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৬ আষাঢ় ১৪২৬/২০ জুন ২০১৯

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০১১.১৭-৩২৬—দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ এর সংঘ-স্মারক (Memorandum of Association) এর ২৫ ধারা মোতাবেক উক্ত কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক জনাব সুশান্ত কুমার মন্ডল এর স্থলে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের প্রতিনিধি হিসেবে জনাব মোঃ মুহিবুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব-কে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হ'ল।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মহিন উদ্দিন
সহকারী প্রধান।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ : ১৮ জুন ২০১৯ খ্রিঃ

নং বিচার-৭/২এন-০৮/৮৯-২৪৭—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান, পিতা-মৃত মোঃ আশ্বাদ আলী সরকার, মাতা-মোসাঃ সুফিয়া বেগম, গ্রাম ও পোঃ-বড়কাটালী, উপজেলা-রামপাল, জেলা-বাগেরহাট। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলার ০৭ নং পেড়িখালী ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃ নির্ধারণ করিতে পারিবে বা উপযুক্ত কারণ সাপেক্ষে বাতিল/স্থগিত করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

বুলবুল আহ্‌মেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১০ আষাঢ় ১৪২৬/২৪ জুন ২০১৯

নং ২৮.০৫.০০০০.০১২.২৭.০০১.১৭-২১১—জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনস্থ বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব), জনাব মোহাম্মদ শহীদ উল্লাহ এক নাগাড়ে ০৫ (পাঁচ) বছরের অধিককাল কর্তব্য (ডিউটি) হতে অনুপস্থিত থাকায় বাংলদেশ চাকুরী বিধিমালা (বিএসআর পার্ট-১)-এর বিধি-৩৪ এর বিধান অনুযায়ী তাকে ১০-০৮-২০১০ তারিখ থেকে সরকারি চাকুরী হতে অপসারণ (removal) করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সচিব।

কৃষি মন্ত্রণালয়
সম্প্রসারণ-৪ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০১ জুলাই ২০১৯

নং ১২.০০.০০০০.০৫৫.২৭.০২০.১৯-১৬৭—কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা সৈয়দ শরীফুল ইসলাম (মূলপদ: বাজেট কর্মকর্তা), সহকারী পরিচালক, অর্থ (চলতি দায়িত্ব), [বর্তমানে সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত], প্রশাসন ও অর্থ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা এর সাময়িক বরখাস্ত আদেশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো।

মোঃ নাসিরুজ্জামান
সচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা-৫

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৫ আষাঢ় ১৪২৬/৩০ জুন ২০১৯

নং ২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০১৪.১৭-১৮৬—যেহেতু, জনাব সিদ্দিকুর রহমান, উপ সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), ব্রাহ্মণবাড়ীয়া গণপূর্ত বিভাগ, সাবেক সিলেট গণপূর্ত বিভাগে কর্মরত অবস্থায় সুনামগঞ্জ ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ও হাসপাতল সংলগ্ন বিভিন্ন কোয়াটার্স এর অভ্যন্তরীণ মেরামত ও সংস্কার কাজের জন্য ৫,৭৭,৬৬,০০০ (পাঁচ কোটি সাতাত্তর লক্ষ ছেষট্টি হাজার) টাকার ১৭ টি দরপত্র যাচাই বাছাই ছাড়াই প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য সিলেট গণপূর্ত জোন এর অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী কে সহযোগিতার অভিযোগ উত্থাপিত হয়। আনীত অভিযোগের প্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ায় তার বিরুদ্ধে ১৩/২০১৭ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২০-১১-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ কারণ দর্শানো নোটিশের লিখিত জবাব প্রদান করেন। তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণক্রমে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগনামায় আনীত ৩টি অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে উল্লেখ করা হয়;

সেহেতু, জনাব সিদ্দিকুর রহমান, উপ সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), ব্রাহ্মণবাড়ীয়া গণপূর্ত বিভাগ, সাবেক সিলেট গণপূর্ত বিভাগের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে রুজুকৃত ১৩/২০১৭ নম্বর বিভাগীয় মামলায় "অসদাচরণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে উক্ত বিভাগীয় মামলা হতে এতদ্বারা অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

তারিখ : ১৭ আষাঢ় ১৪২৬/০১ জুলাই ২০১৯

নং ২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০০৬.১৮-১৮৭—যেহেতু, জনাব প্রশান্ত কুমার কুন্ডু, উপ সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), খুলনা গণপূর্ত উপবিভাগ-১ এ কর্মরত অবস্থায় ২৫-১০-২০১৬ তারিখে (১) সোনাডাঙ্গা মডেল থানার মামলা নং-২৬, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধনী/০৩) এর ১০ ধারা এবং (২) মামলা নং-২৭, ১৯৯০ সালের মাদকদ্রব্য নিযন্ত্রন আইনের ১৯(১) টেবিলের ৯(ক)/২২(গ) ধারায় আপনার বিরুদ্ধে মামলা হওয়ায় সোনাডাঙ্গা থানা পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার করা হয়। আনীত অভিযোগের প্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ায় তার বিরুদ্ধে ০৭/২০১৮ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ০৮-০৪-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ কারণ দর্শানো নোটিশের লিখিত জবাব প্রদান করেন। তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণক্রমে নারী ও শিশু নির্যাতন মামলা এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ মামলার সর্বশেষ আদেশ/সার্টিফাইড কপি প্রেরণের জন্য বলা হয়। মামলা ২টির সার্টিফাইড কপি হতে দেখা যায়, অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর ১০ ধারার মামলা নম্বর-৬৮/২০১৭ হতে ১৯-০৩-২০১৮ তারিখ খালাস প্রদান করা হয়েছে এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দায়েরকৃত মামলা নম্বর-২০৮/২০১৭ হতে ০৭-০৩-২০১৯ তারিখ খালাস প্রদান করা হয়;

উক্ত মামলা ২টি থেকে এ বিভাগীয় মামলার উৎপত্তি। যেহেতু তিনি উক্ত মামলা ২টি থেকে বিচার শেষে খালাস পেয়েছেন সেহেতু, জনাব প্রশান্ত কুমার কুন্ডু, উপ সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), খুলনা গণপূর্ত উপবিভাগ-১ এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী অভিযোগনামায় উল্লিখিত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে উক্ত বিভাগীয় মামলা হতে এতদ্বারা অব্যাহতি প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য, প্রশাসন-১ অধিশাখার স্মারক নম্বর ২৫.০০.০০০০.০১৩.২৭.০০১.১০-০৬ তারিখ: ০৭ জানুয়ারি ২০১৮ মোতাবেক সাময়িক বরখাস্তের আদেশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালীন তার চাকরিকাল হিসেবে গণ্য হবে এবং এর বকেয়া সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার
সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ শাখা-২

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ১০ আষাঢ় ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২৪ জুন ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.৪৯.৩৬.১১২.১০(অংশ-১)-১৯৫—State Acquisition And Tenance Act, 1950 (Act XXVIII of 1951)-এর ১৪৪ ধারার (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tenancy Rules, 1955)-এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাইতেছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্ত প্রকাশ করা হইয়াছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জেএল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলা	জেলা
০১.	শঙ্করপুর	০৬	৩২৯	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী
০২.	দক্ষিণ সরিফপুর	৮১	৩১২	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী
০৩.	ছোট শ্রীপুর	৯৩	৪৯	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী
০৪.	চন্দ্রপুর	১১০	২৩৬	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী
০৫.	লামছি প্রসাদ	২২৮	৯১১	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী
০৬.	জয়নারায়ণপুর	১০১	৫৫২	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী
০৭.	চৌপল্লী	১১৬	৭৫	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী
০৮.	ইছলামপুর	১৭৪	১৪১	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী
০৯.	গঙ্গাবার	১৯৫	২১৪	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী
১০.	কামালপুর	১৯৯	১৬৫	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী
১১.	রতিরামপুর	২১৬	৯৩	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী
১২.	খোয়াজপুর	২১৭	৩৭৫	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী
১৩.	মনপুর	২৩২	২৯৯	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী
১৪.	বগাদিয়া	২৬৬	৭২৬	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী
১৫.	মির আহাম্মদপুর	৩০৬	২৩৭	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী
১৬.	দক্ষিণ এনায়েতপুর	৩০৯	৪২৭	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী
১৭.	ঘাটলা	৩১৮	১১৮২	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী
১৮.	মধুরামপুর	৩২৩	৯৯	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী
১৯.	দক্ষিণ ইয়ারপুর	৩২৮	৭৫৩	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী
২০.	মমিনপুর	৬৬	৪৮৮	চাটখিল	নোয়াখালী
২১.	টুমচর	৪৯	১৪৮৩	রামগতি	লক্ষ্মীপুর
২২.	পশ্চিম দেবপুর	০২	১১৬৮	ছাগলনাইয়া	ফেনী
২৩.	পূর্ব্ব চাকলা	৩৬	৪১২	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী
২৪.	নলপুর	৪৪	৪৪৪	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী
২৫.	বিনোদপুর	৭৩	৮৪৩	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী
২৬.	পশ্চিম চর ইলাহী	৭৯	৪৫	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী
২৭.	তাজ মহাতাপ	৯৬	২৭৪	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী
২৮.	পূর্ব্ব রামচন্দ্রপুর	১০০	৪৭	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী
২৯.	পশ্চিম ধূমচর	১৪২	৪৬০	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী
৩০.	পূর্ব্ব ফতেপুর	২০৮	৪৮৪	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী
৩১.	জুনদপুর	২১০	৩১৭	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী
৩২.	চর আমিনুল হক	২৫৬	৭৩৩	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী
৩৩.	মুরাদপুর	৩২৫	৪৮৫	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী
৩৪.	সহদেবপুর	৮৩	১২২৪	ফেনী সদর	ফেনী

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম এম আরিফ পাশা
উপসচিব।

শিল্প মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-০১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১১ আষাঢ় ১৪২৬ বঃ/২৫ জুন ২০১৯ খ্রিঃ

নং ৩৬.০০.০০০০.০৮২.১৪.০৬১.১৩(খণ্ড-৪)/১৭৬—শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প (জিপিইউএফপি)" শীর্ষক প্রকল্পের Local Consultant নিয়োগের নিমিত্ত আহ্বানকৃত, EoI/RFP মূল্যায়নের জন্য নিম্নোক্তভাবে Proposal Evaluation Committee (PEC) গঠন করা হলো :

কমিটির সদস্যবৃন্দ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

আহ্বায়ক

১। জনাব মোঃ লুৎফর রহমান, এফ. সি. এম. এ., পরিচালক (পরি. ও ব্যাস্ত.), বিসিআইসি, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

২। জনাব ড. তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী, অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩। জনাব এজাজ হোসেন, অধ্যাপক, কেমিকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।

৪। জনাব প্রকৌশলী গোপীনাথ বণিক, পরিচালক (কারি. ও প্রকৌ.), বিসিআইসি, ঢাকা।

৫। জনাব মু. আনোয়ারুল আলম, উপ-প্রধান (উপসচিব), শিল্প মন্ত্রণালয়।

৬। জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াহহাব, অতি: প্রধান প্রকৌশলী, জিপিইউএফপি।

সদস্য-সচিব

৭। জনাব মোঃ রাজিউর রহমান মল্লিক, প্রকল্প পরিচালক, জিপিইউএফপি।

মূল্যায়ন কমিটির কার্যপরিধি :

(ক) EoI প্রস্তাবসমূহ পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসারে যাচাই-বাছাই করে সংক্ষিপ্ত তালিকা সম্বলিত প্রতিবেদন চেয়ারম্যান, বিসিআইসি বরাবর পেশ করবে; এবং

(খ) EoI মূল্যায়নের মাধ্যমে তালিকাভুক্ত দরদাতা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে প্রাপ্ত RFP প্রস্তাবসমূহ পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসারে যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা এবং মূল্যায়ন করে সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন চেয়ারম্যান, বিসিআইসি বরাবর পেশ করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শাহ আজিজ
সহকারী প্রধান।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১০ আষাঢ় ১৪২৬ বঃ/২৪ জুন ২০১৯ খ্রিঃ

নং ২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.০৭০.১৮-২৮১—বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিম্নবর্ণিত ২ (দুই) জন অফিসারকে বাংলাদেশ আর্মি অ্যাক্ট সেকশন-১৬, আর্মি অ্যাক্ট (রুলস্) ৯এ, আর্মি রেগুলেশন্স (রুলস্) ৭৮(সি), ২৫৩(এ) এবং ২৬১ অনুযায়ী সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলো :

(ক) বিএ-৪১৫২ লে. কর্নেল এনামুল আরিফ সুমন, পদাতিক

(খ) বিএ-৬৭৯৪ মেজর মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, এসপিপি, আর্টিলারি

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সিফাত মোঃ ইশতিয়াক ভূঁইয়া
সহকারী প্রধান।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন-০৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০২ আষাঢ় ১৪২৬/১৬ জুন ২০১৯

নং ৪২.০৩৮.০২৪.০০.০০.০২৯.২০০৯-১৬৯—এতদ্বারা ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন এর বাংলাদেশ পক্ষ নিম্নবর্ণিতভাবে পুনর্গঠন করা হলো :

(ক)	প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।	চেয়ারম্যান/কো-চেয়ারম্যান
(খ)	উপমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।	উপদেষ্টা
(গ)	সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।	উপদেষ্টা
(ঘ)	সদস্য, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ।	প্রকৌশলী সদস্য
(ঙ)	মহাপরিচালক (দক্ষিণ এশিয়া), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।	সদস্য
(চ)	জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।	প্রকৌশলী সদস্য
(ছ)	ড. আইনুন নিশাত, প্রফেসর এমেরিটাস, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়।	বিশেষজ্ঞ
(জ)	মীর সাজ্জাদ হোসেন, প্রাক্তন সদস্য, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ।	বিশেষজ্ঞ

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কবির বিন আনোয়ার
সচিব।

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন
সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৭ আষাঢ়, ১৪২৬ ব:/০১ জুলাই, ২০১৯ খ্রি:

নং **২০.০১.০০০০.০২০.০৬.০৫৩.১৯.১০৪**—রূপকল্প ২০৪১ এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫) প্রণয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ-কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য নিম্নলিখিত একটি উচ্চ পর্যায়ের "জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি (National Steering Committee) "গঠন করা হলো :

কমিটির গঠন (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :

সভাপতি

১. মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

২. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

৩. মাননীয় সভাপতি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

৪. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

৫. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

৬. মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

৭. সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

৮. সিনিয়র সচিব, সেতু বিভাগ

৯. সিনিয়র সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

১০. সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

১১. সিনিয়র সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

১২. সিনিয়র সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ

১৩. সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

১৪. সিনিয়র সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

১৫. সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

১৬. সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

১৭. সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়

১৮. সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

১৯. সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

২০. সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ

২১. সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

২২. সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

২৩. সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়

২৪. সদস্য (সচিব), শিল্প ও শক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন

২৫. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ

২৬. সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

২৭. সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২৮. সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

২৯. সদস্য (সচিব), ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন

৩০. সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

৩১. সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়

৩২. সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

৩৩. সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

৩৪. সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

৩৫. সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৩৬. সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ

৩৭. সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৩৮. সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

৩৯. সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

৪০. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

৪১. সচিব, অর্থ বিভাগ

৪২. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়

৪৩. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

৪৪. সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

৪৫. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

৪৬. সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়

৪৭. সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৪৮. সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

৪৯. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

৫০. সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ

৫১. সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৫২. ভারপ্রাপ্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৫৩. ভারপ্রাপ্ত সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

৫৪. ভারপ্রাপ্ত সদস্য (ভারপ্রাপ্ত সচিব), আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন

৫৫. ভারপ্রাপ্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৫৬. ভারপ্রাপ্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

৫৭. ভারপ্রাপ্ত সদস্য (ভারপ্রাপ্ত সচিব), কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন

৫৮. ভারপ্রাপ্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

৫৯. ভারপ্রাপ্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

৬০. সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

৬১. সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

সদস্য সচিব

৬২. সদস্য (সিনিয়র সচিব), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন

২। **কমিটির কার্য-পরিধি** :

(ক) অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সার্বিকভাবে সহযোগিতা প্রদান, তদারকীকরণ ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান;

(খ) অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ধারণাপত্র (Concept Paper) অনুমোদনের সুপারিশ করা;

(গ) অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সামষ্টিক এবং খাতভিত্তিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে দিক নির্দেশনা প্রদান;

(ঘ) অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণে দিক নির্দেশনা প্রদান; এবং

(ঙ) অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া পর্যালোচনা এবং অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ-এর নিকট সুপারিশ প্রদান।

৩। জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৪। জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি'র কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনার্থে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের দারিদ্র বিশ্লেষণ ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগ সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

৫। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **২০.০১.০০০০.০২০.০৬.০৫৪.১৯.১০৬**—রূপকল্প ২০৪১ এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫) প্রণয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ-কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য নিম্নরূপ একটি "অর্থনীতিবিদ প্যানেল (Panel of Economists)" গঠন করা হলো:

অর্থনীতিবিদ প্যানেল এর গঠন (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :

সভাপতি

১. ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, প্রাক্তন অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্যবৃন্দ

২. ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, পাওয়ার এন্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি)

৩. মিজ রাশেদা কে চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক, গণস্বাক্ষরতা অভিযান

৪. অধ্যাপক শিবলী রুবায়েত উল ইসলাম, ডিন, বাণিজ্য অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৫. ড. শফিক উজ জামান, অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৬. ড. মঞ্জুর আহমেদ, এমিরেটাস অধ্যাপক, ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়

৭. ড. এম. ইসমাইল হোসেন, অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়

৮. ড. আহেদ মুশফিক মোবারক, লিড একাডেমিক, ইন্টারন্যাশনাল গ্রোথ সেন্টার

৯. ড. এ. জব্বার, কৃষি অর্থনীতিবিদ

১০. ড. কাজী শাহাবুদ্দীন, প্রাক্তন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)

১১. ড. মোস্তফা কামাল মুজেরী, নির্বাহী পরিচালক, ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট

১২. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)

১৩. ড. বিনায়ক সেন, গবেষণা পরিচালক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)

১৪. ড. সৈয়দ সাদ আন্দালিব, সাবেক উপাচার্য, ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়

১৫. অধ্যাপক মেঘনা গুহ ঠাকুরতা, সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

১৬. মিজ রুবানা হক, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)

১৭. ড. ফাহমিদা খাতুন, নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)

১৮. প্রধান অর্থনীতিবিদ, বাংলাদেশ ব্যাংক

১৯. মিজ শাহীন আনাম, নির্বাহী পরিচালক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

২০. ড. মিজান আর. খাঁন, কর্মসূচি পরিচালক, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (আইসিসিসিএডি)

২১. জনাব অনন্য রায়হান, নির্বাহী চেয়ারম্যান, ডি-নেট বাংলাদেশ

সদস্য সচিব

২২. সদস্য (সিনিয়র সচিব), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন

২। **অর্থনীতিবিদ প্যানেল এর কার্য-পরিধি :**

অর্থনীতিবিদ প্যানেল তার নিজস্ব কার্য-পরিধি নির্ধারণ করবে। কার্য-পরিধি নির্ধারণকালে প্যানেল নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করবে।

২.১ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সামষ্টিক ও খাতভিত্তিক অভীষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য;

২.২ সামষ্টিক এবং খাতভিত্তিক অভীষ্ট, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যতা;

২.৩ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদকালে প্রস্তাবিত উন্নয়ন ব্যয়ের আকার ও এর খাতভিত্তিক বন্টন;

২.৪ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় গৃহীতব্য উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি/প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণের সম্ভাব্য উৎস ও আহরণ সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ইত্যাদি; এবং

২.৫ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) এবং অন্যান্য মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা, কৌশলপত্র, নীতি এর সাথে সমন্বয় রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান।

৩। বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের দারিদ্র্য বিশ্লেষণ ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগ অর্থনীতিবিদ প্যানেলকে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মাহবুবুল আলম সিদ্দিকী
সিনিয়র সহকারী প্রধান।

তথ্য মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৪ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১০ আষাঢ়, ১৪২৬/২৪ জুন, ২০১৯

নং **১৫.০০.০০০০.০১৮.০২.০০১.১৮-১৮১**—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২১-১০-১৯৯২ তারিখের সম/উনি-৪/২-৪/৯১-১৩১ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মোতাবেক তথ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ গ্রেডের পদে পদোন্নতি প্রদানের জন্য নিম্নোক্তভাবে বিভাগীয় পদোন্নতি/নিয়োগ বোর্ড গঠন করা হলো :

সভাপতি

১. সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

২. অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম-সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

৩. অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম-সচিব, অর্থ বিভাগ

৪. মহাপরিচালক, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোসাম্মাৎ জোহরা খাতুন
উপসচিব।

রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৬ আষাঢ়, ১৪২৬/৩০ জুন, ২০১৯

নং **৫৪.০০.০০০০.০২৩.২৭.০২৪.১৮-১৮০**—জনাব সিবাত সামিন রউফ, এডব্লিউএম, মডার্নাইজেশন অব সৈয়দপুর রেলওয়ে ওয়ার্কশপ প্রজেক্ট, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা অননুমোদিতভাবে একাদিক্রমে ৫ (পাঁচ) বছরের অধিককাল কর্মে অনুপস্থিত থাকায় ফান্ডামেন্টাল রুলস এর বিধি ১৮ অনুযায়ী ১১ আগষ্ট ২০১৩ খ্রি: তারিখ হতে তার চাকরি অবসান হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন
সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
মাদক-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৬ আষাঢ়, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২০ জুন, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং **৫৮.০০.০০০০.০৬১.৯৯.০০৫.১৮.১৯২**—মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ সনের ৬৩ নং আইন এর ধারা ৬২ এর উপ-ধারা (১) এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরাধীন রাসায়নিক পরীক্ষাগার, ৪৩ আইস ফ্যাক্টরী রোড, চট্টগ্রাম নামে একটি পরীক্ষাগার স্থাপন করিল। উক্ত আইনের অধীনে পরিচালিত কোন বস্তুর রাসায়নিক পরীক্ষার প্রয়োজন দেখা দিলে নমুনা তথায় প্রেরণ করিতে হইবে।

২। এতদুদ্দেশ্যে সংযুক্ত ফরম এর নমুনা অনুযায়ী রাসায়নিক পরীক্ষকের স্মারকযুক্ত পরীক্ষণ রিপোর্ট উক্ত আইনের ধারা ৬২ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী মামলা দায়ের, মাদকদ্রব্য অপরাধের তদন্ত, অনুসন্ধান, বিচার অথবা অন্য কোন প্রকার কার্যধারায় সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা যাইবে।

৩। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন
উপসচিব।

Form-B

Report No. Dated: .....

From

THE CHEMICAL EXAMINER TO THE DEPARTMENT OF NARCOTICS CONTROL, GOVERNMENT OF BANGLADESH, 43 ICE FACTORY ROAD, KOTOALI, CHATTOGRAM-4000.

To.

The.....
.....

The following is the result of analysis of the contents of

.....
.....

Forwarded of examination with his..... Dated: .....

Ref:

Exhibits are destroyed after six months if not requisitioned for return earlier

ফলাফল

Chemical Examiner to the Department of Narcotics Control, Government of Bangladesh.

জননিরাপত্তা বিভাগ
আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৯ আষাঢ়, ১৪২৬/২৩ জুন, ২০১৯

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৭.১৯-৪৯৩—নাটোর জেলার নাটোর থানার মামলা নং-৪৩, তারিখ: ২৬-০৪-২০১৭ খ্রিঃ এ উল্লিখিত আসামীদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ আদালতে পুলিশ রিপোর্ট দাখিলের নিমিত্ত ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শরীফুল আলম তানভীর
সহকারী সচিব।

শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১০ আষাঢ়, ১৪২৬/২৪ জুন, ২০১৯

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০১৫.১৮-২৭—যেহেতু, জনাব সঞ্জয় কুমার কুন্ডু (বিপি নং-৭৪০১১১৭৩১১), পুলিশ সুপার, ট্যুরিস্ট পুলিশ, ঢাকা রিজিয়ন এর বিরুদ্ধে পুলিশ সুপার, কুড়িগ্রাম জেলা হিসেবে কর্মকালে সরকারি মালামাল ক্রয় না করে ভুয়া ওসিসি বিল নং-০১(০৮)১৪ ও ওসিসি বিল নং-০২(০৮)১৪-১৫ দুটি বিল দাখিলের মাধ্যমে ৩,৭৪,৩১৩/-টাকা (আয়কর ও ভ্যাট ব্যতীত), বইপত্র খাত হতে বইপত্র সাময়িকী বিল নং-০১(০৮)১৪ এর মাধ্যমে ১৪,০০০/-টাকা (আকর ও ভ্যাট ব্যতীত) এবং খেলার সামগ্রী বিল নং-০১(০৮)১৪ ও ০২(০৮)১৪ ২টি বিলের মাধ্যমে ৪০,০০০/-টাকা (আয়কর ও ভ্যাট ব্যতীত), অতিরিক্ত ৪,৮৮৫ লিটার জ্বালানি ব্যবহার দেখিয়ে (ভ্যাট ও ইনকাম ট্যাক্স ব্যতীত) ৩,৮২,২০২/৮০ টাকাসহ সর্বমোট ৮,১০,৫১৫/-টাকা আত্মসাৎ করা এবং সরকারি রেশন স্টোর হতে লোন হিসেবে গৃহীত বিপুল পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী (১০২২২ কেজি চাউল, ১৩,৫৮৭ কেজি গম, ২,৪০০ লিটার ভোজ্য তেল, ৩,০০০ কেজি ডাল এবং ২,০০০ কেজি চিনি) পরিশোধের নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর পুনরায় মেয়াদ বৃদ্ধির অনুমোদন দেওয়ার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি)ও ৩(ডি) বিধি মোতবেক "অসদাচরণ" এবং "দুর্নীতি" এর অপরাধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। উক্ত বিভাগীয় মামলায় এ বিভাগের গত ৩০-০৭-২০১৫ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০৪৪.১৫-৬৬৭ নং স্মারকমূলে তাকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি গত ১৪-০৯-২০১৫ তারিখে কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন;

২। যেহেতু, তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৬-০৩-২০১৬ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে তার বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় গত ০৮-১২-২০১৬ তারিখে বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের জন্য জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম ভূঁইয়া, অতিরিক্ত উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকাকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত অন্তে গত ০৩-০৬-২০১৮ তারিখ প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনে তিনি বইপত্র সাময়িকী বিল নং-০১(০৮)১৪ ও খেলার সামগ্রী বিল নং-০১(০৮)১৪ ও ০২(০৮)১৪ বিল দুটি সংক্রান্তে ভূয়া বিল দাখিলের অভিযোগটি তদন্তকালে প্রমাণিত হয় মর্মে মতামত দেন;

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তার জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, অভিযুক্ত কর্মকর্তা, পুলিশ সুপার, কুড়িগ্রাম জেলা হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে সরকারি মালামাল ক্রয় না করে বইপত্র খাত হতে বইপত্র সাময়িকী বিল নং-০১(০৮)১৪ এর মাধ্যমে ১৪,০০০/-টাকার (আয়কর ও ভ্যাট ব্যতীত) এবং খেলার সামগ্রী বিল নং-০১(০৮)১৪ ও ০২(০৮)১৪ ২টি বিলের মাধ্যমে ৪০,০০০/- টাকার (আয়কর ও ভ্যাট ব্যতীত) ভুয়া বিল দাখিল করার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে;

৪। সেহেতু, সার্বিক পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব সঞ্জয় কুমার কুন্ডু, পুলিশ সুপার, ট্যুরিস্ট পুলিশ, ঢাকা রিজিয়ন, সাবেক পুলিশ সুপার, কুড়িগ্রামকে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ভুয়া বিল দাখিল করার প্রমাণিত অপরাধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর দায়ে একই বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি মোতাবেক "তিরস্কার" দণ্ড প্রদান করে করা হলো।

৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সচিব।

পুলিশ-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১১ আষাঢ়, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২৫ জুন, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.১২.০৫৪.১৪-১০৪৩—জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, পিপিএম-সেবা (বিপি-৬৬৯১০০০০২৫), উপ-পুলিশ মহাপরিদর্শক, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকায় সংযুক্তকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২(১) অনুযায়ী সাময়িক বরখাস্ত করা সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় এতদ্বারা চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

২। সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি পুলিশ অধিদপ্তরে সংযুক্ত থাকবেন এবং প্রচলিত বিধি মোতাবেক খোরাকী ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৩। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সচিব।

সুরক্ষা সেবা বিভাগ
বহিরাগমন অধিশাখা-৪

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৪ আষাঢ়, ১৪২৬/১৮ জুন, ২০১৯

নং **৫৮.০০.০০০০.০৪৩.৩১.০৫৭.১১.২০৮**—যেহেতু, জনাব আবু নাসের মোঃ বদরুদ্দোজা, সিস্টেম এনালিস্ট, ডিজাস্টার রিকভারী সেন্টার, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, যশোর ০৪-১১-২০১৮ তারিখ হতে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু, বিনা অনুমতিতে ৬০ (ষাট) দিনের বেশি কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ২(চ) অনুসারে "পলায়ন (desertion) এর শামিল।

সেহেতু, জনাব আবু নাসের মোঃ বদরুদ্দোজা, সিস্টেম এনালিস্ট, ডিজাস্টার রিকভারী সেন্টার, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, যশোর-কে সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২(১) অনুসারে ০৪-১১-২০১৮ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালীন তিনি বিধি মোতাবেক খোরাকী ভাতা প্রাপ্ত হবেন।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শহিদুজ্জামান
সচিব।

মাদক-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৪ আষাঢ়, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/১৮ জুন, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং **৫৮.০০.০০০০.০৬১.১০.০২০.১৫.১৮৮**—মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ বিগত ২৭-১২-২০১৮ তারিখ থেকে সারা দেশে কার্যকর হয়েছে। এই আইনের ১৩(১) ধারায় বিভিন্ন প্রকার বার লাইসেন্স, পারমিট ও পাস বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রদানের জন্য মহাপরিচালক বা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন অফিসার কর্তৃক প্রদান করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

২। ইতোপূর্বে বার লাইসেন্স ও পারমিট প্রদানের কার্যক্রম মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এর ০৪ ধারায় গঠিত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড এর পরামর্শের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি গ্রহণপূর্বক মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদান করা হতো। কিন্তু মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ৬৯(২)(ক) ধারা অনুযায়ী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড বিলুপ্ত হওয়ায় মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ প্রদানের ক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়ে।

৩। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ৬৩(১) ধারা অনুযায়ী মাদক ব্যবসা ও মাদকের অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য চারটি কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে। এছাড়া এ আইনের ৬৮(১) ধারায় সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিধি দ্বারা বার লাইসেন্স, পারমিট ও পাস এর বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণের অধিকার সংরক্ষণ করে। এ আইনের ৬৮(৩) ধারায় বলা হয়েছে, "এই ধারার অধীন বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকার প্রয়োজনে, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা এই আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে যে কোন কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্পাদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।"

৪। বর্ণিতাবস্থায়, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ৬৮(৩) ধারার ক্ষমতাবলে বিধি প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন হোটেল/বার ও রেস্তোরায় মদের নতুন লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে এই আইনের ১৩(১) ধারার ক্ষমতা প্রয়োগের পূর্বে মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি সরকারের তথ্য সুরক্ষা সেবা বিভাগের অনুমতি গ্রহণ করবেন।

৫। জনস্বার্থে এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬/১২জুন ২০১৯

নং **৪৫.০০.০০০০.১৭৩.০০২.০৫৮.১৮-১৬২**—কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫২ নং আইন) হিসেবে মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়ে ধারা ১ উপ-ধারা ২ মোতাবেক ২৩ আশ্বিন, ১৪২৫/০৮ অক্টোবর, ২০১৮ খ্রিঃ কার্যকর হয়ে ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমতাবস্থায়, আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা ১ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আসাদুল ইসলাম
সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উন্নয়ন-১ অধিশাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৬ আষাঢ়, ১৪২৬ বঃ/২০ জুন, ২০১৯ খ্রিঃ

নং **৪৬.০০.০০০০.০৬৭.২৭.০১৪.২০১৭-৫১৪**—যেহেতু, জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা, সাবেক উপজেলা প্রকৌশলী (চাকরি হতে বরখাস্তকৃত), এলজিইডি, উপজেলাঃ পাটগ্রাম, জেলাঃ লালমনিরহাট (নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলায় কর্মকালীন) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল বিধিমালা), ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। বিভাগীয় মামলার সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)ডি বিধি মোতাবেক বিগত ০৩-০৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখের স্থাসবি/শাঃ উন্নয়ন-১/১ই-৯/২০০৬/৫৪৫ সংখ্যক স্মারকে তাঁকে চাকরি হতে বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু, তিনি প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-২, ঢাকা এর এটি মামলা নং-৩৩/২০১১ (নতুন) এবং ১৩০/২০০৯ (পুরাতন) মামলা দায়ের করেন। বর্ণিত মামলায় বিগত ২২-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের রায়ে তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত আদেশ বে-আইনি, অবৈধ, অকার্যকর ও

এখতিয়ার বহির্ভূত মর্মে বাতিল ঘোষণা করে বিগত ০৩-০৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ হতে সকল বকেয়া বেতন, ভাতাদি ও চাকুরির পদোন্নতিসহ যাবতীয় সুবিধাদিসহ চাকুরিতে পুনর্বহালের নির্দেশ প্রদান করা হয়। উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষে প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালে প্রশাসনিক আপিল নং-১৫১/২০১৫ দায়ের করা হলে আপিলটি তামাদিতে বারিত মর্মে খারিজ হয়। পরবর্তীতে খারিজ আদেশের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে লীভ-টু আপিল দায়ের করা হলে তা গৃহীত হয়নি। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে সিভিল রিভিউ পিটিশন নং-৫৬/২০১৮ দায়ের করা হলে তাও তামাদিতে বারিত মর্মে খারিজ হয়। অর্থাৎ সকল আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। মামলার রায় বাস্তবায়ন না হওয়ায় তিনি প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-২, ঢাকায় বাস্তবায়ন মামলা নং-০১/২০১৭ দায়ের করেন। বাস্তবায়ন মামলায় দায়িক প্রতিপক্ষকে রায় বাস্তবায়নপূর্বক গত ১২-০৩-২০১৯ তারিখের মধ্যে ট্রাইব্যুনালকে অবহিত করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

সেহেতু, মাননীয় প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-২, ঢাকা এর মামলা নং-৩৩/২০১১ (নতুন) এবং ১৩০/২০১৯ (পুরাতন) ও বাস্তবায়ন মামলা নং-০১/২০১৭ এর রায় অনুযায়ী জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা, সাবেক উপজেলা প্রকৌশলী (চাকরি হতে বরখাস্তকৃত), এলজিইডি, উপজেলা: পাটগ্রাম, জেলা: লালমনিরহাট এর চাকরিতে পুনর্বহালের বিষয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইনগত মতামত গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হওয়ায় নথি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের নির্দেশনা অনুযায়ী তাঁকে চাকরিতে অবিলম্বে পুনর্বহালক্রমে বিগত ০৩-০৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ হতে তাঁর সকল বকেয়া বেতন ও ভাতাদি এবং চাকরির যাবতীয় সুবিধাদি বিধি মোতাবেক প্রদানের বিষয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় মতামত প্রদান করেছে;

সেহেতু, মাননীয় প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-২, ঢাকা এর মামলা নং-৩৩/২০১১ (নতুন) এবং ১৩০/২০১৯ (পুরাতন) ও বাস্তবায়ন মামলা নং-০১/২০১৭ এর রায় অনুযায়ী বিগত ০৩-০৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ হতে জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা, সাবেক উপজেলা প্রকৌশলী (চাকরি হতে বরখাস্তকৃত), এলজিইডি উপজেলা: পাটগ্রাম, জেলা: লালমনিরহাট-কে বকেয়া বেতন ও ভাতা এবং চাকরির অন্যান্য প্রযোজ্য সুবিধাদি বিধি মোতাবেক প্রদানপূর্বক চাকরিতে পুনর্বহাল করা হল।

হেলালুদ্দীন আহমদ
সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২০ জুন ২০১৯

নং **৪৬.০০.০০০০.০৬৩.৩২.০০২.১৬-৬১১**—চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ পৌরসভার ০৮ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ আবুল কাশেম এর মৃত্যুজনিত কারণে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩৩(১)(চ) মোতাবেক গেজেট প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে সরকার উক্ত ওয়ার্ড কাউন্সিলর এর পদ শূন্য ঘোষণা করিল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুর রউফ মিয়া
উপসচিব।